অধ্যায় ০৪

ধর্মীয় সম্প্রীতি

আলোচ্য বিষয়

▸ অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ▸ ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল আচরণ ▸ ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ ▸ ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহযোগিতামূলক আচরণ।

অধ্যায়ের মূলকথা

আমরা মুসলমান। আমাদের ধর্ম ইসলাম। আমাদের আশেপাশে অন্য ধর্মের মানুষও বাস করে। তারা আমাদের সহপাঠী, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষক। তাদের সকলের সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে এবং সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

সকল ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখাকে বলা হয় ধর্মীয় সম্প্রীতি। সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রয়োজন।

ইসলাম ধর্মীয় সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়। কাজেই আমরা ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখব। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহনশীল আচরণ করব। তাদের সঙ্গে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করব এবং বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সহযোগিতা করব।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা

▣ ইসলাম ধর্মের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।

অধ্যায়ের শিখনফল

▣ ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

▣ সহনশীল, শ্রদ্ধাশীল ও সহযোগিতামূলক আচরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

▣ ধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ হবে।

▣ যেকোনো পরিবেশে ইসলাম ধর্মের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে উদ্বুদ্ধ হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকার সূত্র সংবলিত

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) — বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

পাঠ অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৩) পড়ি। শুদ্ধ-অশুদ্ধ যাচাই করি। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫৩

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	শুদ্ধ/অশুদ্ধ
১	ধর্মীয় সম্প্রীতি হলো সকল ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা।	
২	আমাদের দেশে শুধু ইসলাম ধর্মের মানুষ বাস করে।	
৩	মহানবি (স.) মদিনায় ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।	
৪	সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রয়োজন নেই।	
৫	মদিনায় ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকারী সনদের নাম মদিনা সনদ।	

উত্তর : (১) শুদ্ধ; (২) অশুদ্ধ; (৩) শুদ্ধ; (৪) অশুদ্ধ; (৫) শুদ্ধ।

দলগত কাজ (খ) কী কী কাজ করলে অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে তা বর্ণনা করি। কাজটি দলগতভাবে করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫৪

পাঠ্যবইয়ের ছক :

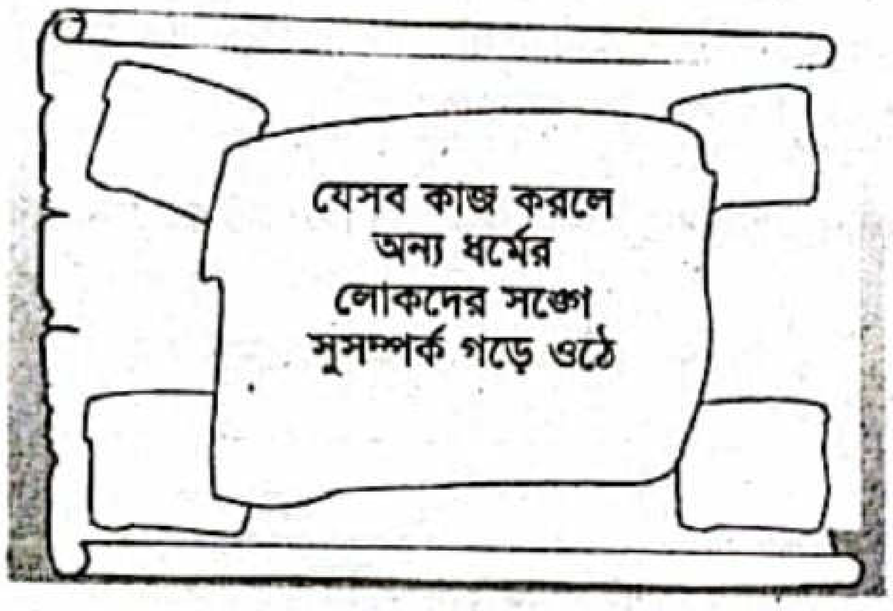

নির্দেশনা : দলগতভাবে আলোচনা করে যেসব কাজের মাধ্যমে অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় সে সম্পর্কে লিখবে।

উত্তর : নিচে ছকটি পূরণ করা হলো—

পাঠ ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল আচরণ

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫) পড়ি, ভাবি ও শূন্যস্থান পূরণ করি। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫৫

১. অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে আমরা —— আচরণ করব।
২. অন্য ধর্মের লোকদের স্বাধীনভাবে —— পালন করতে দেওয়া হলো সহনশীল আচরণ।
৩. পবিত্র কুরআনে ভিন্ন ধর্মের লোকদের উপাস্যকে —— দিতে বারণ করা হয়েছে।
৪. আমাদের মহানবি (স.) ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে —— ব্যবহার করতেন।
৫. আমাদের মহানবি (স.) চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের ওপর —— করতে নিষেধ করেছেন।

উত্তর :

১. অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে আমরা সহনশীল আচরণ করব।
২. অন্য ধর্মের লোকদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করতে দেওয়া হলো সহনশীল আচরণ।
৩. পবিত্র কুরআনে ভিন্ন ধর্মের লোকদের উপাস্যকে গালি দিতে বারণ করা হয়েছে।
৪. আমাদের মহানবি (স.) ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন।
৫. আমাদের মহানবি (স.) চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের ওপর নির্যাতন করতে নিষেধ করেছেন।

দলগত কাজ (খ) ইসলামের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কী কী সহনশীল আচরণ করব তা পরস্পর আলোচনা করে তালিকা করি। কাজটি দলগতভাবে করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫৬

নির্দেশনা : ইসলামের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যেভাবে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা যায় তা পরস্পর আলোচনা করে একটি তালিকায় লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তালিকাটি উপস্থাপন করা হলো।

উত্তর :

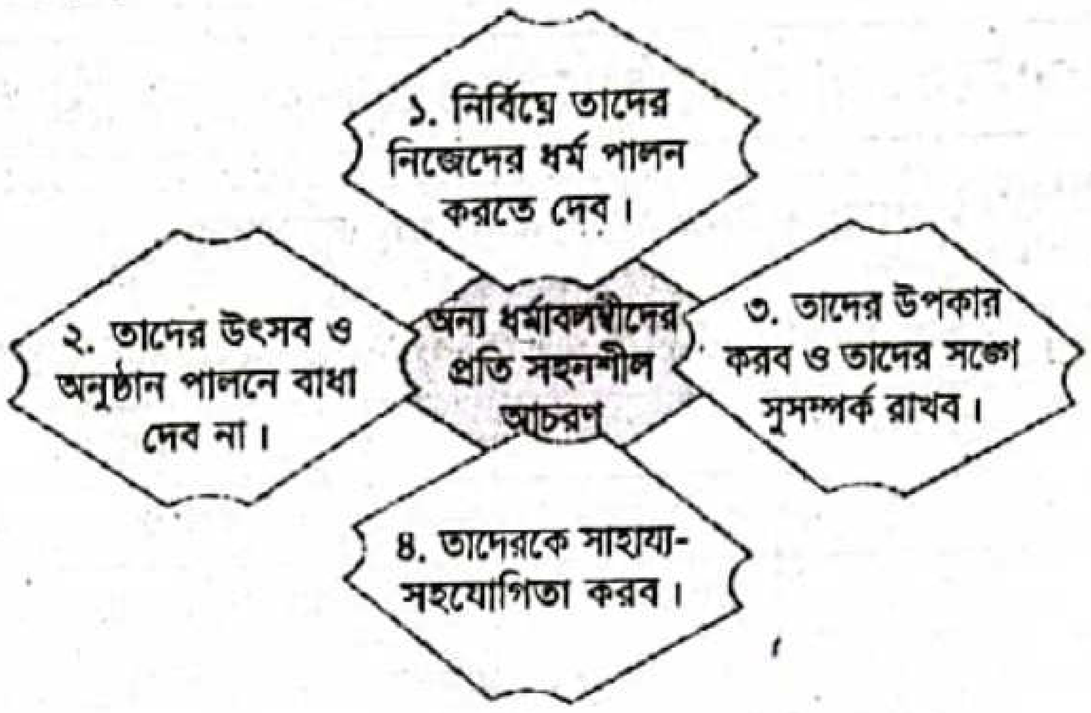

একক কাজ (গ) সূরা আল-আনআমের ১০৮নং আয়াতের অর্থ ও শিক্ষা পোস্টারে লিখে প্রদর্শন করি। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫৬

আয়াতের অর্থ :

আয়াতের শিক্ষা :

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে সূরা আল-আনআমের ১০৮নং আয়াতের অর্থ ও শিক্ষা একটি পোস্টারে লিখে প্রদর্শন করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এ সম্পর্কে একটি পোস্টার প্রদর্শন করা হলো।

উত্তর :

আয়াতের অর্থ : "আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না।"

আয়াতের শিক্ষা : আমরা সকল ধর্মের মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করব। কাউকে তার ধর্ম পালনে বাধা দেব না। কোনো ধর্ম সম্পর্কে মন্দ কথা বলব না। কাউকে নির্যাতন করব না। সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করব।

জোড়ায় কাজ (ঘ) ছবি/ভিডিয়ো চিত্র দেখে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীল আচরণের ভূমিকাভিনয় করি। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫৬

উত্তর : ছবি / ভিডিয়ো চিত্র দেখে শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীল আচরণের ভূমিকাভিনয় করবে।

পাঠ ৫ ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ

জোড়ায় কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৭) পড়ি ও ভাবি। এক কথায় উত্তর বলি। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫৭

১. আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।— এটি কার বাণী?
২. অমুসলিমদের কারণে ভূমি অপবিত্র হয় না।— এ কথা কে বলেছেন?
৩. মৃত ইহুদির লাশকে সম্মান করে কে বলেছেন, সে কি মানুষ না?
৪. ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করব?

উত্তর : ১. আল্লাহর বাণী; ২. মহানবি (স.); ৩. মহানবি (স.); ৪. শ্রদ্ধাশীল।

একক কাজ (খ) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৭) পড়ি ও নিজের মতো করে সারসংক্ষেপ লিখি। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫৮

সারসংক্ষেপ লিখি

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু থেকে ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রসঙ্গে পড়বে। এরপর নিজের মতো করে সারসংক্ষেপ লিখবে। তোমাদের সুবিধার্থে সারসংক্ষেপ করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

আমাদের চারপাশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা বসবাস করেন। তাদের সাথে আমাদের শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে হবে। মানুষ হিসেবে সব ধর্মের লোক সম্মানিত। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সকল মানুষকে সম্মানিত হিসেবে ঘোষণা করে বলেন, "আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।" মহানবি (স.) ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইহুদির লাশ তাঁর সামনে দিয়ে নিয়ে গেলে তিনি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। অমুসলিমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তিনি বলেন, "অমুসলিমদের কারণে ভূমি অপবিত্র হয় না।" সমাজে সব ধর্মের লোকই সম্মানিত। তাদের সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে হবে।

দলগত কাজ (গ) অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি মহানবি (স.) এর আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করি এবং তা অনুসারে কী কী কাজ করব বর্ণনা করি। কাজটি দলগতভাবে করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫৮

১	
২	
৩	
৪	
৫	

নির্দেশনা : দলগতভাবে আলোচনা করে অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি মহানবি (স.)-এর আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করবে এবং তা অনুসারে যেসব কাজ করা যায় তা লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এ সম্পর্কে একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো।

উত্তর :

১	মহানবি (স.) ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।
২	মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) অমুসলিমদের সম্পর্কে বলেন, "অমুসলিমদের কারণে ভূমি অপবিত্র হয় না।"
৩	মহানবি (স.)-এর শিক্ষা অনুসারে, আমরা সকল ধর্মের মানুষকে সর্বদা সম্মান করব এবং অভিবাদন জানাব।
৪	তাদেরকে মর্যাদা দেব এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেব।
৫	সমাজের বিভিন্ন কাজে তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করব।

জোড়ায় কাজ (ঘ) অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ ভূমিকাভিনয় করে দেখাই। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫৮

উত্তর : শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে।

পাঠ ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহযোগিতামূলক আচরণ

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৯) পড়ি ও ভাবি। এক কথায় উত্তর বলি। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫৯

১. মহানবি (স.) ইহুদি মেহমানের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছেন?
২. হজরত উমর (রা.) এক ইহুদি বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে কীভাবে সহযোগিতা করেছেন?
৩. হজরত আবদুল্লাহ্ (রা.) এর ঘরে খাবার রান্না হলে কী করতেন?
৪. অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে আমরা কীরূপ আচরণ করব?
৫. অন্য ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশী অসুস্থ হলে আমরা কী করব?

উত্তর : ১. সহযোগিতামূলক; ২. সাহায্যের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন; ৩. ইহুদি প্রতিবেশীর ঘরে খাবার পাঠাতেন; ৪. সহযোগিতামূলক; ৫. খোঁজখবর নেব।

একক কাজ (খ) বিষয়বস্তু পড়ি, ভাবি ও বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাই। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬০

	বামের অংশ	ডানের অংশ
১	মহানবি (স.) অমুসলিম রোগীদের	ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলব।
২	হজরত উমর (রা.) এক ইহুদি বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে	তাঁর সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য।
৩	হজরত আবদুল্লাহ্ (রা.) এর ঘরে খাবার রান্না হলে	দেখতে যেতেন ও সেবা করতেন।
৪	প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক	তাঁর ইহুদি প্রতিবেশীকে খাবার পাঠাতেন।
৫	আমরা আমাদের প্রতিবেশী অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে	সাহায্য করেন।

উত্তর :

	বামের অংশ	ডানের অংশ
১	মহানবি (স.) অমুসলিম রোগীদের	ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলব।
২	হজরত উমর (রা.) এক ইহুদি বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে	তাঁর সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য।
৩	হজরত আবদুল্লাহ্ (রা.) এর ঘরে খাবার রান্না হলে	দেখতে যেতেন ও সেবা করতেন।
৪	প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক	তাঁর ইহুদি প্রতিবেশীকে খাবার পাঠাতেন।
৫	আমরা আমাদের প্রতিবেশী অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে	সাহায্য করেন।

জোড়ায় কাজ (গ) ইসলামের শিক্ষার আলোকে অন্য ধর্মের সহপাঠী, প্রতিবেশী বা পরিচিত মানুষের প্রতি কী দায়িত্ব পালন করব তার তালিকা করি। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬০

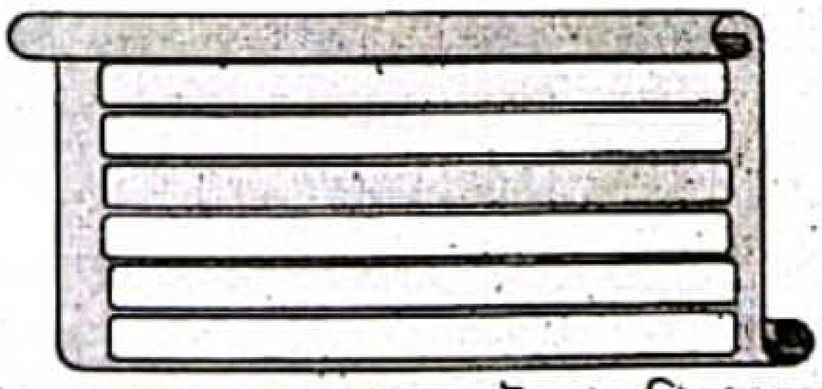

নির্দেশনা : জোড়ায় আলোচনা করে ইসলাম শিক্ষার অন্য ধর্মের সহপাঠী, প্রতিবেশী বা পরিচিত মানুষের প্রতি যে দায়িত্ব পালন করবে তার একটি তালিকা তৈরি করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে তালিকাটি করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

১. তারা অসুস্থ হলে খোঁজখবর নেব।
২. বিপদে সাহায্য করব।
৩. অভাবগ্রস্ত হলে দান করব।
৪. সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণ জানাব।
৫. পড়ালেখা ও অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করব।
৬. ভালো খাবার রান্না হলে খেতে দেব।

দলগত কাজ (ঘ) ইসলামের এসব শিক্ষা অনুসারে অন্য ধর্মের দরিদ্র মানুষদের আর্থিক সহযোগিতার জন্য প্রকল্প পরিচালনা করি। এজন্য নিচের ছকে পরিকল্পনা করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

শিক্ষক সহায়িকা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬১

যেসব কাজ করতে চাই	যেভাবে কাজটি করতে চাই

কে কোন দায়িত্ব পালন করবে

নির্দেশনা : দলগতভাবে আলোচনা করে ইসলাম শিক্ষা অনুসারে অন্য ধর্মের দরিদ্র মানুষদের আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য একটি প্রকল্প পরিচালনা করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে ছকে কাজটি করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

যেসব কাজ করতে চাই	যেভাবে কাজটি করতে চাই
১. অভাবী মানুষদের দান করব।	শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে একটি ফান্ড তৈরি করে শিক্ষক ও বড়দের সহায়তায় আর্থিকভাবে অন্য ধর্মের মানুষদের সাহায্য করা যাবে।
২. খাবার দিয়ে সাহায্য করব।	
৩. উৎসবে নতুন কাপড় দেব।	

কে কোন দায়িত্ব পালন করবে
শিক্ষার্থী-১ :সকল শিক্ষার্থীর নিকট থেকে টাকা সংগ্রহ করবে।
শিক্ষার্থী-২ :সকল শিক্ষার্থীর নামের একটি তালিকা তৈরি করবে।
শিক্ষার্থী-৩ :এলাকার দরিদ্র লোকদের তালিকা তৈরি করবে।
শিক্ষার্থী-৪ :সংগ্রহকৃত টাকাগুলো শিক্ষক ও বড়দের কাছে দিবে।
সকল শিক্ষার্থী : দলগতভাবে শিক্ষক ও বড়দের সাথে ফান্ড হতে সংগ্রহকৃত অর্থ দরিদ্রদের দান করবে।

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

পাঠ অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সুসম্পর্ক — সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কিত তথ্য শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নির্দেশনা : শিক্ষার্থীরা পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কিত তথ্য জেনে দলগতভাবে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

উত্তর : যে সকল কাজের মাধ্যমে আমরা অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি তা হলো–

১. সকল ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা।
২. অন্য ধর্মের কোনো মানুষের ক্ষতি না করা।
৩. সকল ধর্মের লোকদের সাথে সহনশীল ও সহমর্মী হওয়া।
৪. একে অন্যের সহযোগিতা করা।
৫. সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ ও অংশগ্রহণ।
৬. অন্য ধর্মের প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়া এবং বিপদে-আপদে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা।
৭. ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ।
৮. ভিন্ন ধর্মের কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা করা।
৯. অভাবগ্রস্ত হলে অভাব দূর করা।
১০. দরিদ্র হলে আর্থিক সাহায্য করা।

প্রশ্ন ১। ধর্মীয় সম্প্রীতি বলতে আমরা কী বুঝি?

উত্তর : ধর্মীয় সম্প্রীতি বলতে আমরা সকল ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা, কারও ক্ষতি না করা একে অন্যকে সহযোগিতা করাকে বুঝি।

প্রশ্ন ২। আমরা অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য কী কী কাজ করতে পারি?

উত্তর : অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য আমরা যে কাজগুলো করতে পারি তা হলো–

১. অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা।
২. অন্য ধর্মের মানুষের ক্ষতি না করা।
৩. বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা।
৪. সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো ও অংশগ্রহণ করা।
৫. এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকা।
৬. তাদের সাথে সহনশীল ও সহমর্মী হওয়া।
৭. সর্বাবস্থায় তাদের খোঁজ-খবর রাখা।
৮. দরিদ্র হলে তাদের আর্থিক সাহায্য করা।

ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য আমরা এ কাজগুলো করতে পারি।

প্রশ্ন ৩। কীভাবে তোমরা অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তুলতে পারো?

উত্তর : যেভাবে আমরা অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তুলতে পারি তা হলো—

১. অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি।
২. অন্য ধর্মের মানুষকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তুলতে পারি।
৩. তাদের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
৪. তাদের দুঃখ-কষ্টে সহমর্মিতা জানানো।
৫. বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করা।
৬. সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো ও অংশগ্রহণ করা।
৭. তাদের কেউ অসুস্থ হলে সেবা করা ইত্যাদি।

সুতরাং এসব কাজের মাধ্যমে অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তুলতে পারি। তাছাড়া শুভেচ্ছা বিনিময়, অভিবাদন বিনিময়, কুশল বিনিময়ের মাধ্যমেও ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তুলতে পারি।

পাঠ ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে সহনশীল আচরণ

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। তোমাদের আশপাশে থাকা অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে তোমরা কখনো সহনশীল আচরণ করেছ? করে থাকলে কীভাবে করেছ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমাদের আশপাশে থাকা অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহনশীল আচরণ করেছি। আমাদের পার্শ্ববর্তী বাড়িতে হিন্দু পরিবার রয়েছে। তাদেরকে নির্বিঘ্নে তাদের ধর্ম পালন করতে দিয়েছি, তাদের উৎসব ও অনুষ্ঠান পালনে বাধা দিইনি এবং তাদের সম্পদের সুরক্ষা দিয়ে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করার মাধ্যমে তাদের সাথে সহনশীল আচরণ করেছি।

প্রশ্ন ২। তোমাদের পরিবারের সদস্য, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে কখনো সহনশীল আচরণ করতে দেখেছ কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, আমাদের পরিবারের সদস্য, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে অন্য ধর্মের মানুষের সাথে সহনশীল আচরণ করতে দেখেছি। আমাদের পরিবারের সদস্যদের দেখেছি অন্য ধর্মের মানুষের সাথে সহনশীল আচরণ করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে। এমনকি আমাদের পাড়া প্রতিবেশীকে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বাধা না দিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করে। এছাড়া আমাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকেও কখনো শুনিনি তাদের ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করতে বরং তাদের প্রতি সহনশীল আচরণ করতে দেখেছি।

প্রশ্ন ৩। তোমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কী কী সহনশীল আচরণ করতে পারো?

উত্তর : আমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যেসব সহনশীল আচরণ করতে পারি তা নিচের তালিকায় দেওয়া হলো।

১. তাদেরকে নিজেদের ধর্ম পালন করতে দেওয়া।
২. তাদের উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করতে দেওয়া।
৩. তাদের উপকার করা।
৪. তাদের সম্পদের সুরক্ষা দেওয়া।
৫. তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা।
৬. তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা।
৭. তাদের উপাস্যকে গালি না দেওয়া।
৮. তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।
৯. তাদের ধর্ম সম্পর্কে মন্দ কথা না বলা।
১০. তাদের নির্যাতন না করা।

প্রশ্ন ৪। শিক্ষার্থীরা অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহনশীল আচরণ সম্পর্কিত নিজেদের জীবনের বাস্তব কিছু ভালো আচরণের গল্প বলবে।

উত্তর : একদা আমাদের স্কুলের সাথে অন্য একটি স্কুলের ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয়। খেলা চলাকালীন হঠাৎ দুই দলের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়। আমাদের দলে বিজয় শংকর নামের একজন হিন্দু সহপাঠী ছিল। ঝগড়ার মধ্যে বিপক্ষ দলের একজন তার ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করে। এর ফলে বিজয় শংকর অনেক কষ্ট পায়। এসময় আমি কুটূক্তিকারী ব্যক্তিটিকে ডেকে ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহনশীল আচরণ করার ব্যাপারে ইসলামের দিক-নির্দেশনাগুলো জানাই। তখন সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয় এবং বিজয় শংকরের কাছে ক্ষমা চায়। সুতরাং এ ঘটনার মাধ্যমে আমরা ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল আচরণ করা প্রসঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করি।

পাঠ ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে শ্রদ্ধাশীল আচরণ

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। তোমরা কখনো অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেছ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেছি।

প্রশ্ন ২। করে থাকলে (শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ) কীভাবে করেছো?

উত্তর : আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করে থাকি। যেমন— তাদেরকে সর্বদা সম্মান করা, তাদেরকে অভিবাদন জানানো, তাদেরকে মর্যাদা দেয়া, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৩। তারা খুশি হয়েছে কী?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা এরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের জন্য অত্যন্ত খুশি হয়েছে।

প্রশ্ন ৪। কী কী কাজ করে তোমরা সর্বদা ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারো?

আমরা যে কাজগুলোর মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারি তা হলো—

১. তাদেরকে সর্বদা সম্মান করা।
২. তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে অভিবাদন জানাব।
৩. তাদেরকে মর্যাদা দেবো।
৪. তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেবো।
৫. তাদেরকে সহানুভূতি দেখাব।
৬. সমাজের বিভিন্ন কাজে তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করব।
৭. তাদের ক্ষতি হয় এমন কাজ করব না।

দলগত কাজ

কী কী কাজ করলে ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

নির্দেশনা : দলগতভাবে আলোচনা করে যেসব কাজের মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মের মানুষদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা যায় সে বিষয়ে একটি তালিকা তৈরি করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তালিকাটি তৈরি করে দেয়া হলো।

উত্তর :

- আমরা সকল ধর্মের মানুষকে সম্মান করবো।
- তাদেরকে অভিবাদন জানাবো।
- তাদেরকে মর্যাদা দেবো।
- তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেবো।
- সমাজের বিভিন্ন কাজে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করবো।
- তাদের ক্ষতি হয় এমন কাজ করবো না।
- তাদের মধ্যে আমার বয়সে বড়দের সম্মুখে উঁচু গলায় কথা বলবো না।
- তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করব না।
- তাদের সাথে বেয়াদবি হয় এমন কাজ করব না।
- তাদের আত্মীয়দের সাথে শ্রদ্ধার সাথে কথা বলব।
- যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদেরকে অতিথি হিসেবে রাখব।
- তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করব না।

প্রশ্ন ৫। শিক্ষার্থীরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর জীবনের ঘটনা গল্প আকারে বলবে এবং মহানবি (স.)-এর শিক্ষা নিজ নিজ জীবনে প্রয়োগ করে কী কী শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করবে তার তালিকা করবে।

উত্তর : ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর জীবনের ঘটনা–

মহানবি (স.) ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একবার তাঁর নিকট দিয়ে এক ব্যক্তির লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। উপস্থিত সাহাবিগণ বললেন,এটি তো ইহুদির লাশ। মহানবি (স.) তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, সে কি মানুষ না? এভাবে তিনি অন্য ধর্মের মানুষদের মানুষ হিসেবে সম্মান করেছেন।

একবার নামাজের সময় হলে একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! নামাজের সময় হয়েছে। কিন্তু মসজিদে একদল অমুসলিম রয়েছে। মহানবি (স.) বললেন, "অমুসলিমদের কারণে ভূমি অপবিত্র হয় না।"

আমরা এ ঘটনা থেকে নিজ নিজ জীবনে প্রয়োগ করে যে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করব তার তালিকা–

(১) আমরা সকল ধর্মের মানুষকে সর্বদা সম্মান করব। (২) তাদেরকে অভিবাদন জানাব। (৩) তাদেরকে মর্যাদা দেবো। (৪) তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেবো। (৫) তাদেরকে সহানুভূতি দেখাব। (৬) সমাজের বিভিন্ন কাজে তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করব। (৭) তাদের ক্ষতি হয় এমন কাজ করব না।

পাঠ ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। তোমাদের সহপাঠী, প্রতিবেশী বা পরিচিত মানুষদের মধ্যে কোন কোন ধর্মের মানুষ রয়েছে?

উত্তর : আমাদের সহপাঠী, প্রতিবেশী বা পরিচিত মানুষদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ রয়েছে।

প্রশ্ন ২। তোমরা কি কখনো তাদের সহযোগিতা করেছ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমরা মাঝে মাঝে তাদেরকে সহযোগিতা করি।

প্রশ্ন ৩। করে থাকলে কীভাবে করেছ?

উত্তর : আমরা বিভিন্নভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করে থাকি। যেমন– তারা অসুস্থ হলে খোঁজ-খবর নেই, বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করি, অভাবগ্রস্ত হলে দান করি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৪। তারা খুশি হয়েছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, আমাদের এমন সহযোগিতামূলক আচরণের কারণে তারা অনেক খুশি হয়েছে।

প্রশ্ন ৫। কী কী কাজ করে তোমরা তাদের সহযোগিতা করতে পার?

উত্তর : বিভিন্ন কাজ করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে সহযোগিতা করা যায়। তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলব। তারা অসুস্থ হলে খোঁজখবর নিব। বিপদে সাহায্য করব। অভাবগ্রস্ত হলে দান করব। ভালো খাবার রান্না হলে তাদের খেতে দেবো। তাদের উৎসবে উপহার পাঠাবো। আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণ জানাবো। এছাড়া তাদের পড়ালেখা ও অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করবো।

দলগত কাজ

কী কী কাজ করে তোমরা অন্য ধর্মাবলম্বী সহপাঠী, প্রতিবেশী বা পরিচিত মানুষদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করবে তা একটি ছকে দেখাও।

উত্তর :

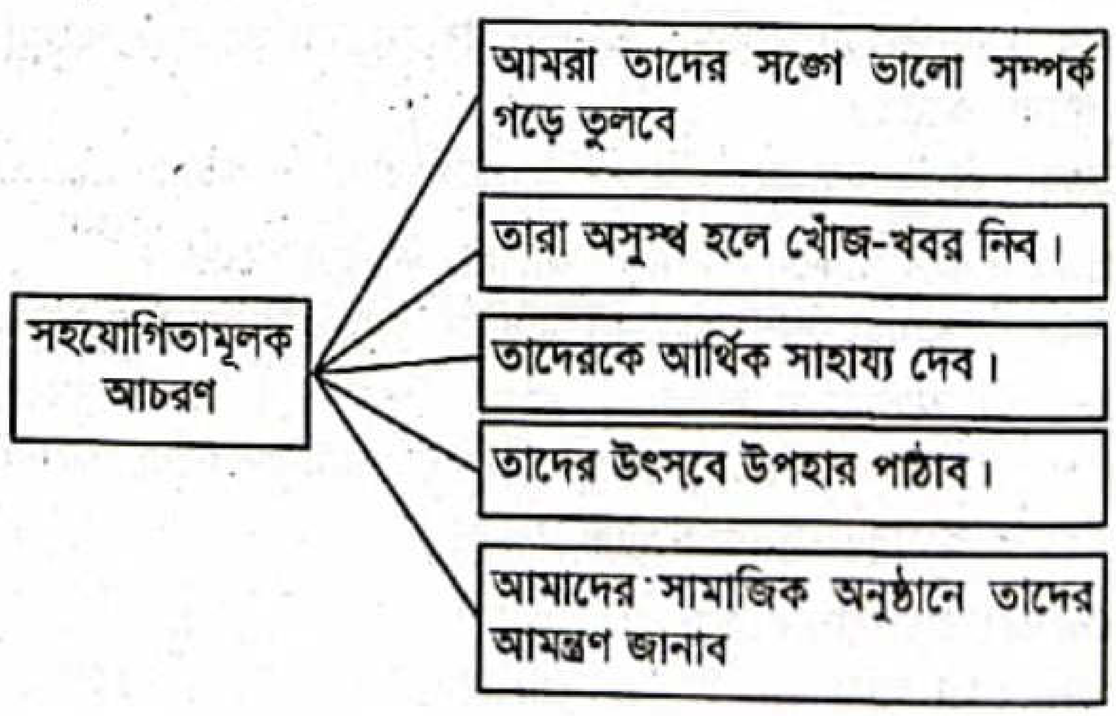

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

দলগত কাজ

আমরা ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে যেসব সহযোগিতামূলক আচরণ করব সেগুলো নিচের ছকে লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

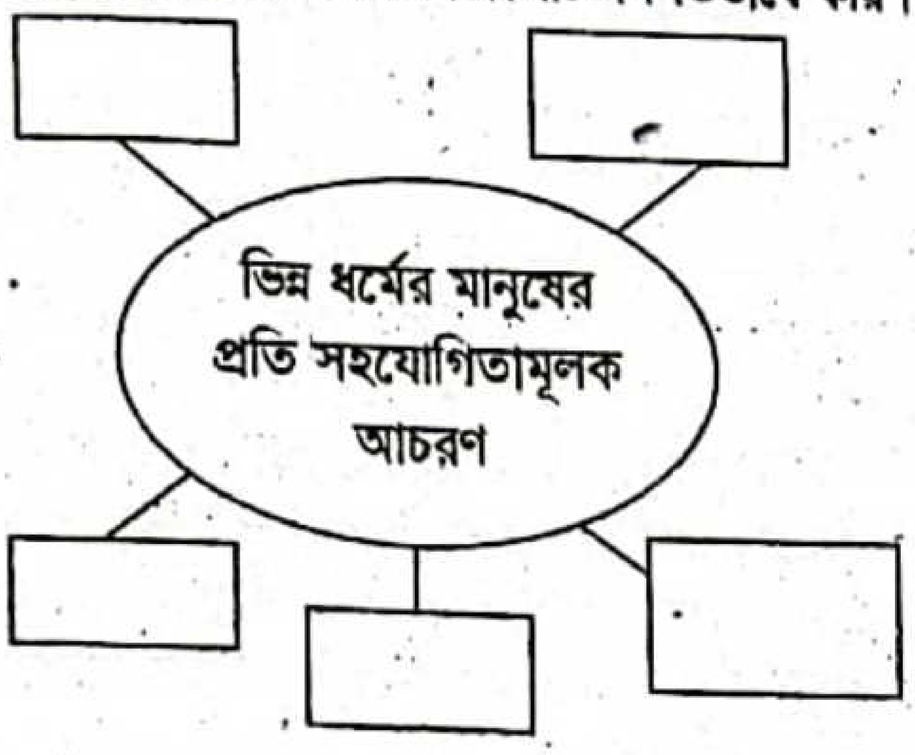

নির্দেশনা : দলগতভাবে আলোচনা করে ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে যেসব সহযোগিতামূলক আচরণ করা যায় সে সম্পর্কে লিখবে।

উত্তর :

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ — সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। ধর্মীয় সম্প্রীতি সকল ধর্মের লোকদের সহনশীল ও সহমর্মী করে।
২। ভিন্ন ধর্মের লোকদের সাথে আমাদের কোনো সুসম্পর্ক নেই।
৩। মহানবি (স.) মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মদিনা সনদ প্রণয়ন করেছিলেন।
৪। মদিনায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ মিলেমিশে থাকত।
৫। সব ধর্মের লোকদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজন নেই।
৬। আমাদের দেশে শুধুমাত্র মুসলিম ও হিন্দুরা বসবাস করে।
৭। মহানবি (স.) ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন।
৮। আমাদের চারপাশে অবস্থানকারী ভিন্ন ধর্মের মানুষরা আমাদের প্রতিবেশী নয়।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। মিথ্যা; ৩। সত্য; ৪। সত্য; ৫। মিথ্যা; ৬। মিথ্যা; ৭। সত্য; ৮। মিথ্যা।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য — সম্প্রীতি প্রয়োজন।
২। ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে আমাদের — গড়ে তুলতে হবে।
৩। আমাদের ধর্ম —।
৪। মহানবি (স.) মদিনায় বিভিন্ন — লোকদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
৫। মদিনা সনদ হলো মদিনায় — প্রতিষ্ঠার জন্য লিখিত একটি চুক্তি।
৬। মানুষ হিসেবে সব ধর্মের লোক —।
৭। মহান আল্লাহ আদম সন্তানকে — দান করেছেন।
৮। প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক তার — করা আমাদের কর্তব্য।
৯। মহানবি (স.) — রোগীদের দেখতে যেতেন ও সেবা করতেন।
১০। প্রতিবেশী অসুস্থ হলে আমরা তার — নেব।

উত্তরমালা : ১. ধর্মীয়; ২. সুসম্পর্ক; ৩. ইসলাম; ৪. ধর্মের; ৫. শান্তি; ৬. সম্মানিত; ৭. মর্যাদা; ৮. সহযোগিতা; ৯. অমুসলিম; ১০. খোঁজখবর।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলো।

প্রশ্ন ১। সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কোনটি প্রয়োজন?
উত্তর : ধর্মীয় সম্প্রীতি।
প্রশ্ন ২। মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য লিখিত চুক্তি কোনটি?
উত্তর : মদিনা সনদ।
প্রশ্ন ৩। মদিনা সনদে কোন ধর্মের মানুষ অংশ নেয়?
উত্তর : বিভিন্ন ধর্মের।
প্রশ্ন ৪। কোন সনদের মাধ্যমে মদিনায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নির্বিঘ্নে ধর্ম পালন করত?
উত্তর : মদিনা সনদ।
প্রশ্ন ৫। মহানবি (স.) কাদের ওপর জুলুম করলে আখিরাতের দিনে তার বিরুদ্ধে বিচার চাইবেন বলেছেন?
উত্তর : চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম।
প্রশ্ন ৬। কাদের কারণে ভূমি অপবিত্র হয় না?
উত্তর : অমুসলিমদের।

ঘ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর : সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।

১. মদিনায় বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন কে?
ক মূসা (আ.)　　খ মুহাম্মদ (স.)
গ ঈসা (আ.)　　ঘ আবু বকর (রা.)
উত্তর : খ মুহাম্মদ (স.)।

২. মদিনায় সনদ প্রণয়ন করেন কে?
ক মহানবি (স.)　　খ আবু বকর (রা.)
গ হজরত আলী (রা.)　　ঘ হজরত উমর (রা.)
উত্তর : ক মহানবি (স.)।

৩. ইহুদি বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে সাহায্য করেন কে?
ক হজরত আবু বকর (রা.)　　খ হজরত উমর (রা.)
গ হজরত উসমান (রা.)　　ঘ হজরত আলী (রা.)
উত্তর : খ হজরত উমর (রা.)।

৪. কোনটি সকল ধর্মের লোকদের সহনশীল ও সহমর্মী করে?
ক আত্মীয় সম্প্রীতি　　খ ধর্মীয় সম্প্রীতি
গ সামাজিক সম্প্রীতি　　ঘ মুসলিম সম্প্রীতি
উত্তর : খ ধর্মীয় সম্প্রীতি।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। ধর্মীয় সম্প্রীতি কী?
উত্তর : ধর্মীয় সম্প্রীতি হলো সকল ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা।

প্রশ্ন ২। মদিনা সনদ কী?
উত্তর : মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য লিখিত একটি চুক্তি।

প্রশ্ন ৩। ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রয়োজন হয় কেন?
উত্তর : সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন ৪। ধর্মীয় সম্প্রীতি কী কাজ করে?
উত্তর : ধর্মীয় সম্প্রীতি সকল ধর্মের লোকদের সহনশীল ও সহমর্মী করে।

প্রশ্ন ৫। ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে আমাদের কী করতে হবে?
উত্তর : ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন ৬। মদিনা সনদের ফলে কোনটি ঘটে?
উত্তর : মদিনা সনদের ফলে মদিনায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম নির্বিঘ্নে পালন করত।

লেখা — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক মিলকরণ।

প্রশ্ন ১। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
(ক) ধর্মীয় সম্প্রীতি হলো সকল	সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
(খ) সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য	হিংসুটে করে।
(গ) ধর্মীয় সম্প্রীতি সকল ধর্মের লোকদের	ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা।
(ঘ) আমাদের আশপাশে হিন্দু, বৌদ্ধ,	ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রয়োজন।
(ঙ) ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে আমাদের	সহনশীল ও সহমর্মী করে।
	খ্রিস্টানসহ অন্য ধর্মের মানুষও বাস করে।
	বিদ্যালয় প্রয়োজন।

উত্তর :
(ক) ধর্মীয় সম্প্রীতি হলো সকল ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা।
(খ) সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রয়োজন।
(গ) ধর্মীয় সম্প্রীতি সকল ধর্মের লোকদের সহনশীল ও সহমর্মী করে।
(ঘ) আমাদের আশপাশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্য ধর্মের মানুষও বাস করে।
(ঙ) ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

খ চিন্তা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। ধর্মীয় সম্প্রীতি কী? ধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।
উত্তর : ধর্মীয় সম্প্রীতি হলো সকল ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা।
ধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য হলো–
১. ধর্মীয় সম্প্রীতির ফলে সকল ধর্মের লোকদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।
২. সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।
৩. একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করার মনোভাব বৃদ্ধি পায়।
৪. বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা একসাথে মিলেমিশে থাকে।
৫. তারা একে অন্যের প্রতি সহনশীল ও সহমর্মী হয়।

প্রশ্ন ২। পবিত্র কুরআনে ভিন্ন ধর্মের লোকদের সম্পর্কে কী বলা হয়েছে তা লেখ।
উত্তর : পবিত্র কুরআনে ভিন্ন ধর্মের মানুষের উপাস্যকে গালি দিতে বারণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না।" (সূরা আল আনআম : ১০৮)

প্রশ্ন ৩। মহানবি (স.) ভিন্ন ধর্মীয় লোকের সাথে কীরূপ ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : মহানবি (স.) ভিন্ন ধর্মের লোকের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সাহাবিগণকেও ভিন্ন ধর্মের লোকের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন। কেননা মহানবি (স.) বলেছেন, "যে একজন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের ওপর নির্যাতন করে আমি আখিরাতের দিনে তার (জুলুমকারীর) বিরুদ্ধে বিচার চাইব।"

শিক্ষক/ অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন — নির্দেশনা ছকের আলোকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	শিখনযোগ্যতা/ নির্দেশক	প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
জ্ঞান	• ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কে জেনেছে			
	• সহনশীল আচরণ সম্পর্কে জেনেছে			
	• শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে			
দক্ষতা	• ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে পেরেছে			
	• ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল, শ্রদ্ধাশীল ও সহযোগিতামূলক আচরণ করেছে			
দৃষ্টিভঙ্গি	• ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে			
	• যেকোনো পরিবেশে ইসলাম ধর্মের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পেরেছে			
মূল্যবোধ	• ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে অন্যদের অবহিত করা ও উদ্বুদ্ধ করছে			

ধারাবাহিক/ শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন — নিজেকে মূল্যায়ন করি

তারিখ :

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর :

১। ইসলামের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কী কী সহনশীল আচরণ করব তা পরস্পর আলোচনা করে তালিকা করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

২। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
(ক) প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক	খাবার পাঠাতেন।
(খ) মহানবি(স.) অমুসলিম রোগীদের	ভিক্ষা করতে দেখে
	সাহায্য করেন।
(গ) আমাদের চারপাশে রয়েছে	মিষ্টি পাঠাতেন।
(ঘ) হজরত উমর (রা.) এক ইহুদি বৃদ্ধকে	তার সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য।
(ঙ) হজরত আবদুল্লাহ (রা.) তাঁর ইহুদি প্রতিবেশীর ঘরে	দেখতে যেতেন ও সেবা করতেন।
	বিভিন্ন ধর্মের মানুষ।
	অর্থ দিতেন।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) মদিনা সনদ কী?

(খ) ধর্মীয় সম্প্রীতি কী কাজ করে?

(গ) ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে আমাদের কী করতে হবে?

উত্তরমালা

১। ১৯০ পৃষ্ঠার খ নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

২। (ক) প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক তার সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য।

(খ) মহানবি (স.) অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন ও সেবা করতেন।

(গ) আমাদের চারপাশে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ।

(ঘ) হজরত উমর (রা.) এক ইহুদি বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে সাহায্য করেন।

(ঙ) হজরত আবদুল্লাহ (রা.) তাঁর ইহুদি প্রতিবেশীর ঘরে খাবার পাঠাতেন।

৩। (ক) মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য লিখিত একটি চুক্তি; (খ) ধর্মীয় সম্প্রীতি সকল ধর্মের লোকদের সহনশীল ও সহমর্মী করে; (গ) ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

মূল্যায়ন রিপোর্ট :

শিখনের অর্জিত মাত্রা